সংস্কৃত-ব্যুৎপাদিকা।

ময়মনসিংহস্থ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গ-বিদ্যালয়-

সংস্কৃত শিক্ষক

শ্রীহরচন্দ্র সেন গুপ্ত-

সঙ্কলিত।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা

চারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক
বাহির মৃজাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত।

১৮৬২।—১২৬৮।

[মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।]

বিজ্ঞাপন।

যাহারা পৌরাণিক সংস্কৃত কলাপ মুগ্ধবোধাদি ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিয়া অচিরাৎ সংস্কৃত সাহিত্যাদির বুভুৎসা এবং সংস্কৃত পদাবলি রচনার বিবিৎসা রাখে, তাহার প্রথমতঃ সুবিখ্যাত শ্রীল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত উপক্রমণিকা তৎপর কৌমুদী দুই খণ্ড ও তৎসংযোগে এই সংস্কৃত ব্যুৎপাদিকা অধ্যয়ন করিবে। তবেই অত্যল্পকালমধ্যে দুরধ্যয়নীয় কলাপ মুগ্ধবোধাদির বহু সময়োপলব্ধব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে. কথিত গ্রন্থ সকলে সংস্কৃত ব্যাকরণের কাৎস্ন্যাংশ প্রায় অংশই উক্ত হইয়াছে, এমত প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না। না হইলেও এতদ্দ্বারা সাহিত্যাদি নানা গ্রন্থাধ্যয়ন এবং রচনাশক্তি না হইবে যে এরূপ বলা যাইতে পারে না। তদ্রূচ অবশিষ্ট তাবৎ ক্রমশঃ অপরভাগে সঙ্কলন করিতেছি. বিচক্ষণ মহোদয়গণ একবার নেত্রপাত করিয়া অধীনের শ্রম সফল ও উৎসাহবর্দ্ধন পূর্ব্বক চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।

গৃহ্লাতি দোষবদ দূষণমপ্যপারং

পুষ্ণং সমস্তমথবা ত্যজতি স্বভাবাৎ।

তদ্বীরসঃ সদ্গুণমেতদহো মহাত্মা

স্বয়োনবনেতি গণনানুগতঃ কদাপি॥

আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে ঢাকা প্রদেশের বিদ্যালয়ের ডিপুটি তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রম স্বীকার করিয়া আমার এই পুস্তক খানা আচরম দৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীহরচন্দ্র সেন,

ঢাকা পাচদোনা।

সংস্কৃত-ব্যুৎপাদিকা।

শব্দ।

১। শব্দ ষড়্‌বিধ। শক্ত, লাক্ষণিক, রূঢ়, যোগরূঢ়, যৌগিক, যৌগিকরূঢ়।

২। (শক্ত) যে সকল শব্দ জাতিবাচক(১) হয়, তাহাদিগকে শক্ত বলে। যথা, বৃক্ষঃ, মনুষ্যঃ, পশুঃ ইত্যাদি।

৩। (লাক্ষণিক) যে সকল শব্দ স্বীয় অর্থের সহিত(২) অন্য অর্থকে বোধ করে, তাহার নাম লাক্ষণিক। যথা, নীলোৎপলম্, নীল শব্দে কেবল নীলগুণ মাত্র বুঝায়, লক্ষণা করাতে নীলগুণ-বিশিষ্ট বোধ করিল, অতএব তাহার সহিত কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে।

৪। (রূঢ়) যে শব্দ কেবল ভিন্ন, ভিন্ন

(১) যে কয়েক শব্দ দ্বারা অনেক বস্তু বুঝায়, তাহাকে জাতিবাচক বলে।

(২) কোন কোন স্থলে স্বীয় অর্থ পরিত্যাগ না করিলেও লাক্ষণিক হয়।

ব্যক্তিকে বুঝায়, তাহার নাম রূঢ়। যথা, অর্জ্জুনঃ ইত্যাদি।

৫। (যোগরূঢ়) যে শব্দ অন্যকে বুঝাইতে পারে তাহা না বুঝাইয়া এক জাতীয় বস্তু কি এক ব্যক্তি বুঝায়, তাহার নাম যোগরূঢ়। যথা, পঙ্কজম্; পঙ্কেতে যাহার জন্ম হয়, কিন্তু উৎপল প্রভৃতি বহুতর বস্তুই পঙ্কে জন্মিয়া থাকে, সেই সকল না বুঝাইয়া কেবল পদ্মকে বুঝাইল। "শূলী" যাহার হস্তে শূল থাকে, শূলধারি ব্যক্তি তাবৎকে না বুঝাইয়া কেবল শিবকে বুঝাইল।

৬। (যৌগিক) যে শব্দ অবয়বের অর্থ দ্বারা ব্যক্তিরা বস্তু বোধ করে তাহার নাম যৌগিক। যথা, পান্থঃ, পথে যে গমন করে, পাচকঃ, যে পাক করে, ভূপঃ যে পৃথিবী পালন করে, লোচনম্, যাহা দ্বারা দর্শন করে।

৭। (যৌগিকরূঢ়) যে সকল শব্দের অর্থ থাকিলেও প্রকাশ পায় না, তাহার নাম যৌগিকরূঢ়। যথা, মণ্ডপঃ; মণ্ডপ শব্দে গৃহকে বুঝাইতে গেলে মণ্ড যে পান করে সে মণ্ডপ এই অর্থ কিছুই প্রকাশ পাইল না।

বিশেষণ।

বিশেষণ দুই প্রকার। সামানাধিকরণ, ব্যধিকরণ।

৮। (সামানাধিকরণ) যে শব্দে বিশেষ্যের অবস্থা ও গুণ প্রকাশ করে, তাহার নাম সামানাধিকরণ বিশেষণ। যথা, ফলবান্ বৃক্ষঃ; ইহাতে ফলবান্ এই শব্দে বৃক্ষের সফলতা অবস্থা প্রকাশ করিল; পিঙ্গলাঃ কেশাঃ, পিঙ্গল শব্দে কেশের পিঙ্গলতা গুণ প্রকাশ করিয়াছে।

৯। বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি, যে বচন যে কারক হয়, সামানাধিকরণ বিশেষণেও সেই লিঙ্গ সেই বিভক্তি সেই বচন সেই কারক হয়। যথা, মহান্ রাজা, মহান্তৌ রাজানৌ, মহান্তঃ রাজানঃ, মহান্তম্ রাজানম্, মহতা রাজ্ঞা, মহতো রাজ্ঞঃ ইত্যাদি।

১০। কতগুলি সঙ্খ্যাবাচক শব্দ বিশেষ্যের লিঙ্গ ও কতিক বিশেষ্যের বচনও গ্রহণ করে না। যথা, বিংশতিঃ পুরুষাঃ, বিংশতিঃ স্ত্রিয়ঃ, ত্রিংশৎ ফলানি, শত অবধি করিয়া সমুদয় সঙ্খ্যা-বাচক শব্দ স্ত্রীবলিঙ্গ ও একবচনান্তও হইয়া,

থাকে, যান্ত ও নান্ত* শব্দ তিন লিঙ্গেই এক রূপ বহুবচনান্ত হয়।

ব্যধিকরণ বিশেষণ।

১১। যে শব্দ বিশেষ্যের গুণ ও অবস্থা প্রকাশ করে না, কিন্তু বিশেষ রূপে জানিবার কারণ হয়, তাহার নাম ব্যধিকরণ বিশেষণ। ব্যধিকরণ বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা "জটাভিস্তাপসমদ্রাক্ষীৎ", জটাবিশিষ্ট তাপসকে দেখিয়াছিল, ইহাতে তাপস ব্যক্তি বিশেষ রূপ জানিবার কারণ জটা হইল, এই রূপ "রূপেন কার্ত্তিকেয়ঃ গাণ্ডীবেন অর্জ্জুনঃ"।

১২। কতগুলি শব্দ বিশেষণ হইলেও লিঙ্গ ও বচন পরিত্যাগ করে না, তাহাদিগকে অজহল্লিঙ্গ বলে। যথা—

দারাঃ	পুংলিঙ্গ বহুবচনান্ত	স্ত্রী
কলত্রম	ক্লীবলিঙ্গ	ঐ
আপঃ	স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনান্ত	জলম্
	ইত্যাদি।	

---

* সংখ্যাবাচক।

বিশেষ্য।

১৩। যাহা দ্বারা বস্তু বা ব্যক্তি জানা যায়, তাহার নাম বিশেষ্য। যথা, ঘটঃ, গৌঃ মহিষঃ, গুরুঃ, শিষ্যঃ ইত্যাদি।

কর্ত্তা।

কর্ত্তা তিন প্রকার। প্রকৃতিকর্ত্তা, বিকৃতিকর্ত্তা, হেতুকর্ত্তা।

১৪। (প্রকৃতিকর্ত্তা) যে করে, যে হয়, তাহার নাম প্রকৃতিকর্ত্তা। যথা "দুগ্ধং পিবতি শিশুঃ" শিশু দুগ্ধ পান করিতেছে, "ফলম্ভবতি" ফল হইতেছে।

১৫। (বিকৃতিকর্ত্তা) এক বস্তুর গুণ দ্বারা কি আকৃতি দ্বারা অথবা প্রমাণ দ্বারা যে অবস্থান্তর বর্ণন করা যায়, তাহার নাম বিকৃতিকর্ত্তা। যথা, ব্যাসো নারায়ণো বভূব" ব্যাস নারায়ণ ছিল, নারায়ণের গুণ ব্যাসেতে থাকাতে গুণ দ্বারা নারায়ণাবস্থা বর্ণন করা গেল, "কৃষ্ণঃ কালী অভূৎ" কৃষ্ণঃ কালী হইয়াছিল, আকৃতি

দ্বারা কালীর অবস্থা বর্ণন করা গেল, "গুরুঃ প্রমাণমস্তি" গুরু প্রমাণ আছে।

১৬। (হেতুকর্ত্তা) যে করায় তাহার নাম হেতুকর্ত্তা। যথা, "পাচয়তি" পাক করাইতেছে, "জ্ঞাপয়তি" জানাইতেছে।

১৭। কর্ত্তৃবাচ্যে তিঙ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিলে কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি এবং ক্রিয়াতে যে বচন কর্ত্তাতেও সেই বচন হয়। যথা, গচ্ছতি পুরুষঃ, গচ্ছতঃ পুরুষৌ, গচ্ছন্তি পুরুষাঃ, অধ্যাপয়তি গুরুঃ, অধ্যাপয়তঃ গুরূ, অধ্যাপয়ন্তি গুরবঃ, যুষ্মদস্মদ্ কর্ত্তা হইলেও এই রূপ।

১৮। কোন স্থলে প্রকৃতিকর্ত্তায় এক বচন থাকিলে বিকৃতিকর্ত্তায় দ্বিবচন ও বহুবচন থাকে, প্রকৃতিকর্ত্তায় বহুবচন থাকিলে বিকৃতিকর্ত্তায় এক ও দ্বিবচন থাকে, যেহেতু বিকৃতিকর্ত্তার অনুযায়িনী ক্রিয়া নয়, সেই হেতু বিকৃতিকর্ত্তার যে সঙ্খ্যা থাকে, ক্রিয়াতে সেই সঙ্খ্যা থাকে না। যথা "একোবৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকা ভবন্তি"

এক বৃক্ষ পাঁচ নৌকা হইল, "বেদাঃ প্রমাণং সন্তি" বেদ সকল প্রমাণ আছে।

১৯। কর্ম্ম কিংবা ভাববাচ্যে তিঙ্ প্রয়োগ করিলে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা "পুস্তকং লিখ্যতে ত্বয়া" তোমা কর্ত্তৃক পুস্তক লিখিত হইতেছে, "স্থীয়তে ময়া" আমা কর্ত্তৃক স্থিতি।

কর্ম্ম।

কর্ম্ম তিন প্রকার। নিবৃত্ত, বিকার্য্য, প্রাপ্য।

২০। (নিবৃত্ত) অজাত যে বস্তুকে করে তাহার নাম নিবৃত্তকর্ম্ম। যথা "বস্ত্রং বয়তি, ছত্রং করোতি" বস্ত্র ও ছত্র ছিল না, প্রস্তুত করিতেছে।

২১। (বিকার্য্য) যে বস্তুর গুণ দ্বারা বা আকৃতি দ্বারা অবস্থান্তর করে, তাহার নাম বিকার্য্যকর্ম্ম। যথা "সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি" সুবর্ণকে কুণ্ডল করে, আকৃতি দ্বারা অবস্থান্তর করিল, "দুগ্ধং ঘনং করোতি" দুগ্ধকে ঘন করিতেছে, গুণ দ্বারা অবস্থান্তর করিল।

২২। এ সকল ভিন্ন যে যে স্থানে কর্ম্মপদ দেখা যায়, সমুদায়ই প্রাপ্যকর্ম্ম। যথা "চন্দ্রং পশ্যতি" চন্দ্রকে দেখিতেছে, "ধনং দদাতি" ধন দিতেছে।

২৩। কর্ত্তৃকারকে তিঙ্ প্রত্যয় হইলে কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা "পুস্তকং পঠতি শিশুঃ" শিশু পুস্তক পাঠ করিতেছে।

২৪। কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ম্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা "পীড্যতে চৌরো রাজ্ঞা" রাজা কর্ত্তৃক চোর পীড়িত হইতেছে।

২৫। গমনার্থ, প্রাপণার্থ, শব্দার্থ, আহারার্থ, জ্ঞানার্থ এবং অকর্ম্মক ধাতুর হেতুকর্ত্তা হইলে আসল কর্ত্তা কর্ম্ম হয়। যথা "গ্রামং ভৃত্যং গময়তি" গ্রামে ভৃত্যকে গমন করাইতেছে, "জ্ঞানং শিষ্যং প্রাপয়তি" শিষ্যকে জ্ঞান পাওয়াইতেছে, "হস্তিনং ঘোরশব্দং কারয়তি হস্তিপঃ" হস্তিপালক হস্তিকে ঘোর শব্দ করাইতেছে, "অন্নং শিশুং ভোজয়তি মাতা" মাতা শিশুকে অন্ন ভোজন করাইতেছে, "প্রভুং মন্ত্রং জ্ঞাপয়তি মন্ত্রী" মন্ত্রী

প্রভুকে মন্ত্র জানাইতেছে, "সুতমুৎপাদয়তি" সুতকে উৎপাদন করিতেছে।

২৬। সকর্ম্মক ঋদন্ত ধাতুর হেতুকর্ত্তা হইলে বিকল্পে কর্ত্তা কর্ম্ম হয়। যথা "ত্বামপদং কারয়তি" "ত্বয়া অপদং কারয়তি" তোমাকে অপদ করাইল।

২৭। যে যে কর্ত্তা কর্ম্ম না হয়, হেতুকর্ত্তা হইলে সেই সেই কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হইবেক। যথা "শিশুনা চন্দ্রং দর্শয়তি" শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছে।

২৮। কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ করিলে হেতুকর্ত্তাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, যে কর্ত্তা কর্ম্ম হইল, তাহাতে প্রথমা বিভক্তি, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম থাকিলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবেক। যথা, "গ্রন্থং স ময়া জ্ঞাপ্যতে" আমা কর্ত্তৃক সে গ্রন্থ জ্ঞাপিত হইতেছে, "পুত্রং উৎপাদ্যতে পিত্রা" পিতা কর্ত্তৃক পুত্র উৎপাদিত হইতেছে।

২৯। দুহ, ব্রূ, প্রচ্ছ প্রভৃতি কত গুলি ধাতু দ্বিকর্ম্মক হইয়া থাকে। যথা* "গাং পয়ো

* ব্রূ, প্রচ্ছ প্রভৃতি কথ্যকর্ম্মে চতুর্থীও হইয়া থাকে।

দোগ্ধি” গোকে দুগ্ধ দোহন করিতেছে, “মাং সমস্তং ব্রবীতি” আমাকে সমস্ত বলিয়াছে, “ত্বাং সর্ব্বং পৃচ্ছামি” তোমাকে সকল জিজ্ঞাসা করিতেছি।

৩০। এই সকল ধাতু কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ করিলে ক্রিয়ার সহিত যে কর্ম্মের মুখ্য সম্বন্ধ হয়, সেই কর্ম্মেই প্রথমা বিভক্তি হইবেক। যথা, “ময়া স সমস্তমুক্তঃ” আমা কর্ত্তৃক সে সমস্ত উক্ত হইয়াছে, “ত্বং তেন সর্ব্বং পৃচ্ছ্যসে” তাহা কর্ত্তৃক তুমি সকল জিজ্ঞাসিত হইতেছ।

করণ।

৩১। যাহা দ্বারা কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে করণ কারক বলে, করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা “দণ্ডেন ঘটং করোতি” দণ্ড দ্বারা ঘট করে, “হস্তেন পুস্তকং গৃহ্লাতি” হস্ত দ্বারা পুস্তক গ্রহণ করে।

সম্প্রদান।

৩২। যাহাকে কোন বস্তু দেওয়া যায়, তাহাকে সম্প্রদান বলে, সম্প্রদান কারকে চতুর্থী

বিভক্তি হয়। যথা "গুরবে ধনং দদাতি" গুরুকে ধন দিতেছে, "তুভ্যং পুস্তকং দাস্যামি" তোমাকে পুস্তক দিব, "মহ্যং দেহি" আমাকে দেও।

অপাদান।

৩৩। যাহা হইতে তাহাকে অপাদান বলে, অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা "আচার্য্যাদধীতে" আচার্য্য হইতে অধ্যয়ন করিতেছে, "হস্তাৎ পুস্তকং পপাত" হস্ত হইতে পুস্তক পড়িয়াছিল।

অধিকরণ।

৩৪। যে আধার তাহাকে অধিকরণ বলে, অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

অধিকরণ তিন প্রকার। ঔপশ্লেষিক, অভিব্যাপক, বৈষয়িক।

৩৫। (ঔপশ্লেষিক) আধেয়ের উৎপত্তির সহিত যে আধারের একত্র উৎপত্তি না হয়, তাহার নাম ঔপশ্লেষিক। যথা, "সিংহাসনে

রাজা উপবিশতি” সিংহাসনে রাজা উপবেশন করিয়াছে, রাজার উৎপত্তির সহিত একত্র সিংহাসনের উৎপত্তি হয় নাই।

৩৬। (অভিব্যাপক) যে আধারের উৎপত্তির সহিত আধেয়ের একত্র উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকে অভিব্যাপক বলে। যথা “ তিলেষু তৈলম্” তিলে তৈল, যখন তিল হইয়াছে তখন তৈল হইয়াছে।

৩৭। (বৈষয়িক) যাহার আধেয় অন্যত্র থাকে না, তাহাকে বৈষয়িক বলে। যথা, জলে মৎস্যাঃ সন্তি” জলেই মৎস্য থাকে।

৩৮। গমনার্থ, অধ্যয়নার্থ, কতকগুলি ধাতুর বিকল্পে আধার হয়। যথা “গ্রামং গচ্ছতি, গ্রামে গচ্ছতি” গ্রামে বা গ্রামকে যাইতেছে, “পুস্তকং পঠতি, পুস্তকে পঠতি” পুস্তককে বা পুস্তকে পাঠ করে।

তিঙ্ প্রত্যয়।

৩৯। তিঙ্ প্রত্যয় কেবল কর্তৃবাচ্যে কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে হইয়া থাকে, যে সকল

যাহার কর্ম্ম আছে, তাহাকে সকর্ম্মক বলে, সকর্ম্মক ধাতুর কেবল কর্তৃবাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ হয়, যাহার কর্ম্ম নাই, তাহাকে অকর্ম্মক বলে, অকর্ম্মক ধাতুর কেবল কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে প্রয়োগ হয়।(৩)

বিভক্তি।

৪০। এণ প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত যোগ হইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।(৪) যথা "উত্তরেণ গ্রামম্" কেবল নিকট উত্তর দিগে গ্রাম আছে।

৪১। হা, ধিক্, অন্তরা, অন্তরেণ, প্রতি, অভি, অনু এই কতগুলি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা "হা পুত্রম্" আক্ষেপবোধক অর্থাৎ হা পুত্র, "ধিক্ ত্বাম্" তোমাকে ধিক, "অন্তরা বুধান্" পণ্ডিত সকলের মধ্যে, "মামন্তরেণ" আমা ব্যতিরেক, "তং প্রতি" তাহার প্রতি, "গ্রামমভিতিষ্ঠতি" গ্রামকে প্রাপ্ত হইয়া আছে, "গুরুমনুতিষ্ঠতি" গুরুর সহিত আছে।

(৩) ভাববাচ্যে কেবল এক বচন হয়।

(৪) অদূর বুঝাইতে পঞ্চমী বিভক্তি স্থানে এণ হয়।

৪২। ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে ক্লীবলিঙ্গ এবং দ্বিতীয়ার এক বচন হয়। যথা "স্তোকং পচতি" অল্প পাক করিতেছে, "মন্দং হসতি" মন্দ হাসিতেছে।

৪৩। গমনার্থ ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা "গ্রামং গচ্ছতি, গ্রামায় গচ্ছতি" গ্রামে গমন করিতেছে।

৪৪। যদি পাদ প্রক্ষেপ না হয় এবং পথবাচক শব্দ কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে হয় না। যথা "মনসা পর্ব্বতং গচ্ছতি" মনোদ্বারা পর্ব্বতে গমন করিতেছে, "পন্থানং গচ্ছতি" পথে গমন করিতেছে।

৪৫। অনাদরবোধক অপ্রাণিবাচক (৫) কর্ম্ম ভূত উপমান শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া এবং চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, "ন ত্বাং তৃণং মন্যে, ন ত্বাং তৃণায় মন্যে" তোমাকে তৃণের ন্যায় মান্যমান হয় না।

৪৬। বিনা শব্দের যোগে দ্বিতীয়া তৃতীয়া

---

(৫) কেবল প্রাণিবাচক মধ্যে শ্বন শব্দের উত্তর হয়। যথা শ্বানং মন্যে, শুনে মন্যে।

পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা "বিদ্যাং বিনা নাদরো ভবতি" বিদ্যা ভিন্ন আদর হয় না, "ধনেন বিনা ন সুখং" ধন ভিন্ন সুখ হয় না, "অন্নাদ্বিনা ন তৃপ্তির্ভবতি" অন্ন ভিন্ন তৃপ্তি হয় না।

৪৭। ঋতে শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, "গুরুমৃতে নোপদেশঃ" গুরু ব্যতিরেক উপদেশ হয় না, "জ্ঞানাদৃতে ন ভক্তিঃ" জ্ঞান ব্যতিরেক ভক্তি হয় না।

৪৮। কুৎসিত অঙ্গ বুঝাইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, "অক্ষ্ণা কাণঃ" চক্ষুঃ হইতে কাণা।

৪৯। সহার্থ শব্দযোগে এবং বৃথার্থবোধক অলম শব্দ যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, "শিষ্যেণ সহ" শিষ্যের সহিত, এইরূপ, "ধনেন শাকম্, ফলেন সার্দ্ধম্, ভার্য্যয়া সমম্ অধিকেনালম্" অধিক বৃথা (৬)

৫০। হেতু অর্থ বুঝাইতে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, "তেন ন গতঃ" সেই হেতু

(৬) কিন্তু কিম্ শব্দযোগে যে তৃতীয়া বিভক্তি অন্য গ্রন্থে লিখিত আছে, করণার্থ প্রকাশ থাকাতে এই স্থলে ব্যক্ত করা গেল না।

গমন করিয়াছে না, "কস্মাদাহূতোহহং" কি হেতু আমি আহূত হইয়াছি।

৫১। সহার্থ শব্দযোগে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, "রামেণ সদৃশো নাস্তি" রামের সদৃশ নাই, "ভীমস্য সমানঃ কঃ" ভীমের সমান কে, "ভ্রাত্রা সমো বন্ধুর্নাস্তি" ভ্রাতার সমান বন্ধু নাই।

৫২। তৃপ্ত্যর্থ ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে কর্ম্মার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, "পিতৃভ্যস্তর্পয়ামি" পিতৃলোককে তর্পণ করিতেছি।

৫৩। আস্বাদনার্থ রুচ ধাতুর প্রয়োগ থাকিলে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, "মহ্যং রোচতে ফলং" ফল আমার রুচিকর।

৫৪। নিমিত্তার্থ এবং উদ্দেশ্যার্থ বুঝাইলে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, "জ্ঞানায় অধ্যয়নম" জ্ঞান নিমিত্ত অধ্যয়ন, "তস্মৈ নিবেদয়ামি" তদুদ্দেশে নিবেদন করিতেছি।

৫৫। নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, বৌষট্ ও সমর্থবাচক অলম্ শব্দ যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা "ব্রাহ্মণায় নমঃ, তুভ্যং স্বস্তি,

"পিতৃভ্যঃ স্বাহা, অগ্নয়ে স্বধা, ইন্দ্রায় বৌষট্, যুদ্ধায় অলম্" যুদ্ধের সমর্থ।

৫৬। বর্জ্জন বুঝাইতে অপ ও পরি শব্দ ও পর্য্যন্ত এবং অবধি বুঝাইতে আ শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা "অপদরিদ্রেভ্যো ধনং দদাতি" দরিদ্রদিগকে বর্জ্জন করিয়া ধন দিতেছে, "পরিদেশান্মে মেঘো বর্ষতি" আমার দেশ বর্জ্জন করিয়া মেঘ বর্ষণ করিতেছে, "আসমুদ্রাৎ করং গৃহ্লাতি" সমুদ্র অবধি করিয়া অথবা সমুদ্র পর্য্যন্ত কর গ্রহণ করিতেছে।

৫৭। দিগ্বাচক ও ভয়বাচক শব্দ এবং অন্য ও ইতর শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, "গ্রামাৎ পূর্ব্বম্" গ্রামের পূর্ব্ব, "মদ্দক্ষিণম্" আমার দক্ষিণ, "ব্যাঘ্রাদ্ভয়ম্" ব্যাঘ্রের ভয়, "তস্মাদন্যঃ", তাহার অন্য, "মহাজনাদিতরঃ" মহাজনের ইতর।

৫৮। অপেক্ষা অর্থ বুঝাইতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা "অস্মাদয়মুত্তমঃ" ইহা অপেক্ষায় ইনি উত্তম।

৫৯। অনন্তরার্থে বিহিত যপ্ প্রত্যয়ান্ত

পদের লোপ (১) হইলে কর্ম্মপদে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, "উদরাৎ পশুং বিদারয়তি শরঃ" অর্থাৎ উদরং লক্ষীকৃত্য পশুং বিদারয়তি শরঃ। উদরকে লক্ষ্য করিয়া শর পশুকে বিদারণ করিতেছে, লক্ষীকৃত্য এই যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদের লোপ হইয়াছে, তাহার কর্ম্ম যে উদর, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হইল।

৬০। হেতু শব্দের প্রয়োগ থাকিলে তাহাতে ও তাহার বিশেষ্য পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা "ধনস্য হেতোরাগমনম্" ধন হেতু আগমন, "জ্ঞানস্য হেতোরধ্যয়নম্" জ্ঞানহেতু অধ্যয়ন।

৬১। তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত স্মরণার্থ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা "গুরোঃ স্মরতি, গুরুং স্মরতি" গুরুকে চিন্তা করিতেছে, এই রূপ "পিতুশ্চিন্তয়তি, পিতরং চিন্তয়তি"।

৬২। তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত হিংসার্থ ধাতুর যোগে

(১) বৈয়াকরণেরা, সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর যে যপ্ প্রত্যয় হয়, সেই যপ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর বিকল্পে লোপ করিয়া থাকে।

কর্ম্মেতে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, স্মর ধাতু বর্জ্জিত। যথা; "শত্রোরুজতি, শত্রুং রুজতি, চৌরস্য পীড়য়তি, চৌরং পীড়য়তি" শত্রু ও চৌরকে পীড়া দিতেছে।

৬৩। কৃ ধাতু তিঙন্ত হইলে কর্ম্মেতে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়, উপকার অর্থ বুঝাইলে; যথা "মিত্রস্যোপস্কুরুতে, মিত্রমুপস্কুরুতে" মিত্রের উপকার করে।

৬৪। কালবাচক শব্দ বিদ্যমান অথবা ভাবিক শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়, কর্ত্রাদি কারকের অবিষয় হইলে। যথা "বসন্তে নানা কুসুমানি স্ফুরন্তি" বসন্ত কালে নানা কুসুম বিকসিত হয়। (৭) "ত্বয়ি স্থিতে কিংবা ত্বয়ি সতি কিং ভয়ম্" তুমি থাকিতে কি ভয়।

৬৫। নিমিত্ত অর্থ বুঝাইতে সপ্তমী বিভক্তি হয়, যদি সেই নিমিত্ত কর্ম্মের অবয়ব হয়। যথা "দন্তয়ো গজং হন্তি" দন্তের নিমিত্ত গজকে

(৭) যাহার ধারণা শক্তি আছে, তাহাকে আধার বলে, কালের ধারণা শক্তি নাই, অতএব আধার রূপে পরিগণিত হয় নাই।

নষ্ট করে, গজ কর্ম্মপদের অবয়ব দন্ত হইল। "চর্ম্মণি ব্যাঘ্রং হন্তি" চর্ম্মের নিমিত্ত ব্যাঘ্রকে বধ করে, ব্যাঘ্র কর্ম্মপদের অবয়ব চর্ম্ম হইল।

৬৬। সম্বন্ধ বুঝাইতে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা, "বৃক্ষস্য শাখা, বৃক্ষে শাখা" বৃক্ষের শাখা "তস্য ঈশ্বরঃ তস্মিন্নীশ্বরঃ" তাহার ঈশ্বর।

৬৭। নির্দ্ধারণ বুঝাইতে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়।(৮) যথা, "পুরুষাণাং নারায়ণঃ শ্রেষ্ঠঃ, পুরুষেষু নারায়ণঃ শ্রেষ্ঠঃ" পুরুষের মধ্যে নারায়ণ শ্রেষ্ঠঃ, "স্ত্রীণাং সীতা সতী, স্ত্রীষু সীতা সতী" স্ত্রী সকলের মধ্যে সীতা সতী।

কৃৎ।

৬৮। কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্ম্মেতে ও কর্ত্তাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, (কর্ম্ম) "জগতাং কর্ত্তা" জগতের কর্ত্তা "রূপস্য দর্শনম্" রূপের দর্শন, (কর্ত্তা) "বৃক্ষস্যোৎপত্তিঃ" বৃক্ষের উৎপত্তি।

(৮) যে অনেক বিশেষ্য কি ব্যক্তির মধ্যে গুণাদি দ্বারা কোন এক বস্তু কি ব্যক্তি পৃথক্ করা যায়, তাহাকে নির্দ্ধারণ বলে।

৬৯। সকর্ম্মক ধাতুর ভাববাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হইলে কর্ত্তাতে তৃতীয়া কর্ম্মেতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, "ওদনস্য পচনং পাচকেন" পাচক কর্ত্তৃক ওদনের পাক, "ধনস্য লাভো বিদুষা" পণ্ডিত কর্ত্তৃক ধনের লাভ।

৭০। যদি কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হয়, তবে কর্ম্মেতে ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে, সেই কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্ত্তার সামানাধিকরণ বিশেষণ হইবে। যথা "পুস্তকস্য কর্ত্তা অথবা কারকঃ কবিঃ" কবি পুস্তকের কর্ত্তা অথবা কারক "দেবস্যারাধকং সাধুং পশ্যতি" দেবের আরাধক সাধুকে দেখিতেছে।

৭১। যদি কর্ম্মবাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হয়, তাহা হইলে কর্ত্তাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, কৃৎ প্রত্যয়ান্ত পদ কর্ম্মের সামানাধিকরণ বিশেষণ হয়। যথা, "তস্য কর্ম্ম ইদং" তাহার এই কর্ম্ম।

৭২। তব্য, অনীয়, য, ক্যপ্, ঘ্যণ্ (৯) এই সকল প্রত্যয় হইলে কর্ত্তাতে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী

(৯) এই সকল প্রত্যয় ভবিষ্যৎকালে সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ম্মে অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর ভাবে হয়।

বিভক্তি হয়। যথা; "ময়া পঠিতব্যং পুস্তকং, মম পঠিতব্যং পুস্তকম্" আমার পাঠ্য পুস্তক, "ত্বয়া করণীয়ং, তব করণীয়ম্" তোমার কর্ত্তব্য "তস্য তেন বা দেয়ং ধনম্" তাহার বা তৎ কর্ত্তৃক দাতব্য ধন, "ময়া বা মম কৃত্যোধর্ম্মঃ" আমা কর্ত্তৃক বা আমার কার্য্য ধর্ম্ম, "তস্য তেন বা বাচ্যম্" তাহার বা তৎ কর্ত্তৃক বাচ্য।

৭৩। ক্ত, ক্তবৎ, শতৃঙ, আন,(১০) বস্, অব্যয় ইত্যাদি(১১) কতগুলি প্রত্যয় হইলে কর্ত্তা ও কর্ম্মেতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ত্তাতে তৃতীয়া, কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ম্মেতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,(১২) "পুস্তকং পঠিতং বালকেন" বালক কর্ত্তৃক পুস্তক পঠিত হইয়াছে, "স জাতঃ" সে

(১০) আন প্রত্যয় দুইটি এক অতীত কালে অপর বর্ত্তমান কালে হয়।

(১১) ক্ত, ক্তবৎ, শতৃঙ, স্যশতৃঙ আন, স্যমান, কি, উদঙ, উখঙ, অব্যয় পদ অর্থ তুম, সন্নন্ত ও ভিক্ষু ধাতুর উত্তর উ।

(১২) ক্ত প্রত্যয় ভাববাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে গম, রুহ প্রভৃতি কতগুলি ও অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে, ক্তবৎ ও শতৃঙ স্যশতৃঙ বস্ কেবল কর্ত্তৃবাচ্যে আন স্যমান সকর্ম্মক ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে অকর্ম্মক ধাতুর কর্ত্তৃ ও ভাববাচ্যে অব্যয় ভাববাচ্যে তদ্ভিন্ন প্রত্যয় কর্ত্তৃবাচ্যে হয়।

হইয়াছে, "গ্রামং গতো ভৃত্যঃ" ভৃত্য গ্রামে গমন করিয়াছে, "ধীরং সমাদৃতবান্ রাজা" রাজা পণ্ডিতকে সমাদর করিয়াছে, "ধাবন্ ব্রবীতি" বেগে গমন করিতে বলিতেছে, "সর্ব্বং মন্যমানোঽহং" সকল আমি মন্যমান হইয়াছি, "অন্নং পেচিবান্ সূপকারঃ" সূপকার অন্ন পাক করিয়াছিল, মামুক্ত্বা গচ্ছ" আমাকে বলিয়া যাও।

৭৪। যে সকল ধাতুর ঞ ইৎ যায়, সেই সকল ধাতু ও ইচ্ছার্থ ধাতু ও জ্ঞানার্থ ধাতু ও পূজার্থ ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালেও ক্ত প্রত্যয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ম্মেতে কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, নীঞ ধাতু "তস্য আনীতং পত্রম্" তাহার আনীত পত্র, "স নীতঃ পত্রস্য" সে পত্রকে লইতেছে, "ইষ্ তেষামিষ্টম্" তাহাদের ইষ্ট, "ইষ্টোধনানাং ত্বম্" তুমি ধন ইচ্ছা করিতেছ, "মম জ্ঞাতম্" আমার জ্ঞাত, "জ্ঞাতোহহং সর্ব্বেষাম্" আমি সকলকে জানিতেছি, "পূজিতো গুরুর্মম" আমার পূজিত গুরু।

লিঙ্গ।

৭৫। কতগুলি কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ, কতগুলি স্ত্রীলিঙ্গ, কতগুলি ক্লীবলিঙ্গ হয়, কতগুলি ত্রিলিঙ্গ হইয়া থাকে।

৭৬। ঘঞ্ অল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গ হয়, তাহার রূপ নর শব্দের ন্যায়। যথা, কৃ × ঘঞ — কারঃ, গ্রহ × অল — গ্রহঃ।

৭৭। ভাববাচ্যে ক্বিপ ও ক্তি এবং প্রত্যয়ান্ত ধাতুর অ ও কর্ম্মবাচ্যে শচ এই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তাহার রূপ ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ কতগুলি আপদ শব্দের ন্যায়, কতগুলি বাচ্ শব্দের ন্যায়, কতগুলি দিশ্ শব্দের ন্যায়, এবং অন্য অন্য রূপও হইয়া থাকে (১৩) ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ মতি শব্দের ন্যায়, অ প্রত্যয়ান্ত ও শচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ লতা শব্দের ন্যায়। যথা, মুদ × ক্বিপ — মুৎ, মুচ × ক্বিপ — মুক্, দৃশ্ × ক্বিপ — দৃক্, গম্ × ক্তি —

(১৩) মুহ + ক্বিপ — মুক্-মুট রাজ + ক্বিপ — রাট্ বিষ + ক্বিপ বিট্।

গতিঃ, চিকীর্ষ × অ = চকীর্ষা, ক্রিয়ত ইতি. কৃ × শচ্ = ক্রিয়া।

৭৮। অনট্ এবং মন্ ও এন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল ক্লীবলিঙ্গ হয়. তন্মধ্যে অন ও এন প্রত্যয়ান্ত শব্দ ফল শব্দের ন্যায়, মন্ (১৪) প্রত্যয়ান্ত শব্দ নামন্ ও কর্ম্মন্ শব্দের ন্যায়; যথা. করণম্, ছত্রম্, ধাম, চর্ম্ম।

৭৯। ইনন্ত ধাতুর উত্তর অন হইলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা. ভাবনা. যাতনা।

৮০। যু প্রভৃতি কতগুলি ধাতুর উত্তর যে কর্তৃবাচ্যে অন হয়, তাহার রূপ তিন লিঙ্গেই হয়।(১৫) যথা. জবনঃ, জবনা, জবনং (১৬)।

৮১। তব্য অনীয় প্রভৃতি (১৭) কতগুলি

(১৪) কোন কোন স্থানে মন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গও হইয়া থাকে।

(১৫) জু চংক্রম দংদম নন্দ স্ব মৃষ ও রুচাদি এবং ক্রোধার্থ ও চলনার্থ ও ভূষণার্থ ধাতু।

(১৬) যাহার বিশেষণ হয়, তাহার লিঙ্গই হয়।

(১৭) তব্য য্যণ্ নীয ক্যপ্ যঃ কঃ ক্তবতু শতৃ ও তৃঞ্। আন সামানঃ স্যশতৃ ও অণ শঃ থঃ খশ্ অকো হনি নচ। উক উরো ববোরোড় টক্ যক্ ইষ্ণু ভূচেবহি। এতেচান্যেচ বহবঃ কৃৎ প্রত্যয়া উদীরিতাঃ।

প্রত্যয় যাহার বিশেষণ হয়, তাহার লিঙ্গই হয়, অতএব তাহাদিগকে ত্রিলিঙ্গ বলিয়া থাকে।

৮২। শতৃ ও স্যশতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গে গায়ৎ শব্দের ন্যায়, ক্লীবলিঙ্গে মহৎ শব্দের ন্যায়, স্ত্রীলিঙ্গে নদী শব্দের ন্যায় (১৮) যথা (পুং) পচ × শতৃ = পচন, দিব শতৃ = দীব্যন্, রুচ × ই × শতৃ = রোচয়ন্, (ক্লী) পচৎ, দীব্যৎ, রোচয়ৎ, (স্ত্রী) পচন্তী দীব্যন্তী, রোচয়ন্তী।

৮৩। ণিন প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গে গুণিন্ শব্দের ন্যায়, ক্লীবলিঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তি পর্যন্ত বারি শব্দের ন্যায়, তদ্ভিন্ন সকল বিভক্তিতে গুণিন্ শব্দের ন্যায়, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হইয়া নদী শব্দের ন্যায় রূপ হয়। যথা (পুং) সাধু-বদ × ণিন্ = সাধুবাদী, (ক্লী) সাধুবাদি, (স্ত্রী) সাধুবাদিনী।

(১৮) স্ত্রীলিঙ্গে শতৃ ও স্যশতৃর ত স্থানে ন্ত হয়, কিন্তু ভ্বাদি দিবাদি ও ইনন্ত ধাতু ভিন্ন অর্থাৎ অন্য গণীয় ধাতুর ত স্থানে ন্ত হয় না, তুদাদি ও ভাদি ধাতু সম্বন্ধে বিকল্পে ন্ত

৮৪। অণ্ টক্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল পুং-লিঙ্গে নর শব্দের ন্যায়, ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দের ন্যায়, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হইয়া নদী শব্দের ন্যায় হয়। যথা, (পুং) অণ=কুম্ভকারঃ (ক্লী) দেহপোষং পয়ঃ, (স্ত্রী) প্রাণাপহারী ক্ষুধা, টক=তাদৃশঃ তাদৃশম্ তাদৃশী।

৮৫। তৃচ ও তৃণ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গে দাতৃ শব্দের ন্যায়, ক্লীবলিঙ্গে ক্লীবলিঙ্গ ঋকারান্ত শব্দের ন্যায়, (১৯) স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হইয়া নদী শব্দের ন্যায় হয়। যথা, (পুং) তৃচ=ধাতা, তৃণ=উচিতংবক্তা, (ক্লী) ধাতৃ (স্ত্রী) ধাত্রিত্রী।

৮৬। অন্য অন্য অকারান্ত প্রত্যয় যুক্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গে নর শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে লতা শব্দের ন্যায় হইবেক।

৮৭। ইকারান্ত ও উকারান্ত প্রত্যয় যুক্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গে মুনি ও সাধু শব্দের ন্যায়, ক্লীবলিঙ্গে ক্লীবলিঙ্গ ইকারান্ত উকারান্ত শব্দের

(১৯) তৃতীয়াদি স্বরাদি বিভক্তি পরে বিকল্পে নকারাগম হইয়া থাকে।

ন্যায় স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ প্রত্যয় হইয়া ঈ প্রত্যয়ান্ত নদী শব্দের ন্যায় ঈ প্রত্যয়ান্ত না হওয়া পক্ষে মতি ও ধেনু শব্দের ন্যায় হইবেক।

৮৮। অক প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অকের পূর্ব্ব অকার ইকার হয়। যথা, কারক স্ত্রী 'কারিকা' এইরূপ 'পাচিকা' 'নায়িকা'।

অক্ প্রত্যয়।

৮৯। সর্ব্বনাম (২০) ও অব্যয় শব্দের অন্ত্য স্বরের পূর্ব্বে অক প্রত্যয় হয় বিকল্পে। যথা, সর্ব্বঃ সর্ব্বকঃ, অন্যঃ অন্যকঃ, যঃ যকঃ, যুবাভ্যাম্ যুবকাভ্যাম্, একঃ এককঃ, (অব্যয়) স্বঃ স্বকঃ, উচ্চৈঃ উচ্চকৈঃ।

৯০। তিঙন্ত পদের অন্ত্য স্বরের পূর্ব্বে অক হয় বিকল্পে। যথা, পচতি পচতকি, বেত্তি বেত্তকি।

---

(২০) সর্ব্ব, বিশ্ব, উভ, উভয়, অন্য, অন্যতর, ইতর, ডতর, প্রত্যয়ান্ত, ডতম প্রত্যয়ান্ত, পূর্ব্বাদি, জাতি এবং ধনবাচক ভিন্ন স্ব ত্যদাদি, যুষ্মদ্, অস্মদ, কিম্, এক, দ্বি, কতগুলি শব্দকে সর্ব্বনাম বলে।

৯১। সর্ব্বনাম অব্যয় ও ক্রিয়াপদ ভিন্ন কতগুলি শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় বিকল্পে হয়। যথা, মণিঃ মণিকঃ।

৯২। অজ্ঞান এবং কুৎসা ও দয়া ও উপযুক্ত বাক্য এবং অল্প ও ক্ষুদ্র বুঝাইলে নিত্য ক প্রত্যয় হয়। যথা, (অজ্ঞান) কার ধেনু—ধেনুকঃ, (কুৎসা) কুৎসিত অশ্ব. এই অর্থে অশ্বকঃ, (দয়া) বৎসকঃ, অর্থাৎ বৎসক বলিলে দয়াযুক্ত বাক্যটি বোধ হয়, (উপযুক্ত বাক্য) "ভবান্ গুরুকমাশীর্ব্বাদকং করোতু" আপনি গুরু [illegible] আশীর্ব্বাদ করুন্ (অল্প) দুগ্ধকম্, অল্প দুগ্ধ বোধ হইল, (ক্ষুদ্র) বৃক্ষকঃ, ছোট বৃক্ষ।

৯৩। অক প্রত্যয় ও ক প্রত্যয় হইলে ক পূর্ব্বে যে অকার থাকে, তাহার স্থানে ইকার হয় স্ত্রীলিঙ্গে। যথা, সর্ব্বিকা, উক্তিকা।

৯৪। অনেক স্থানে না হইয়াও থাকে। যথা, যকা, সকা, নন্দকা, কন্যকা, জীবকা (২১)।

---

(২১) জীবিকাও হইয়া থাকে, কিন্তু জীবিকা শব্দটিই ব্যবহৃত হইতেছে।

৯৫। বহুব্রীহি সমাস হইলে ঋদন্ত এবং স্ত্রীলিঙ্গ ঈদন্ত শব্দের উত্তর ক হয়। যথা, একঃ কর্ত্তা যস্য = এক কর্ত্তৃকঃ, স্ত্রিয়া সহ যঃ = সস্ত্রীকঃ।

৯৬। অন্য অন্য শব্দের উত্তর বহুব্রীহি সমাস হইলে বিকল্পে ক প্রত্যয় হয়। যথা, বহূনি ধনানি যস্য = বহুধনঃ বহুধনকঃ, একা-ভার্য্যা যয়োঃ = একভার্য্যৌ একভার্য্যকৌ, দ্বৌ-মণী যেষাং = দ্বিমণয়ঃ দ্বিমণিকাঃ।

৯৭। অনড্বাহ, পুমস্, পয়স, লক্ষ্মী, নৌ এই সকল শব্দ বিশেষ্য পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে নিত্য ক প্রত্যয় হয়; যদি ঐ সকল শব্দ এক বচন দ্বারা সমাস করা যায়। যথা, (২২) "একোঽনড্বান যস্য বা যেষাম্ একান-ডুৎকঃ বা একানডুৎকাঃ, উত্তমঃ পুমান্ যযোঃ উত্তম পুংস্কে স্ত্রিয়ৌ, নির্ম্মলং পয়ো যাসু নির্ম্মল পয়স্কাঃ, লক্ষ্ম্যা সহ যঃ সলক্ষ্মীকঃ, বিস্তীর্ণা নৌর্যস্য বিস্তীর্ণনুকঃ"।

৯৮। সামানাধিকরণ বিশেষণের সহিত

(২২) যদি দ্বিবচন কিংবা বহুবচন দ্বারা সমাস হয়, তাহা হইলে বিকল্পে হইবেক।

স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হইলে বিশেষণে পুংলিঙ্গের চিহ্ন হয়। যথা, সমানা ভার্য্যা এই কর্ম্মধারয় সমাসে সমানভার্য্যা হইল, মনোরমা স্ত্রী এই সমাসে মনোরমস্ত্রী হইল।

২৯। যদি পূরণ বাচক কিংবা অক্ অথবা কও অক্ প্রত্যয়ান্ত পদ এবং সংজ্ঞাবাচক শব্দ বিশেষণ হয়, তাহা হইলে হয় না। যথা, পঞ্চমী ভার্য্যা, এই সমাসে পঞ্চমীভার্য্যাই হইল, এবং পাচিকাভার্য্যা, জাবিকামালা, নাবিকাবিজ্ঞা, ভদ্রাভার্য্যা।

৩০। কিন্তু এই সকল বিশেষণ বিশেষ্যে ষষ্ঠী সমাস হইলে পরপদে স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্ন না থাকিয়া যাহার বিশেষণ হয়, তাহার চিহ্ন হইবেক, বিশেষণ পদে যে যে রূপ উক্ত আছে, সেই রূপই থাকিবেক। যথা, সুন্দরী ভার্য্যা, যস্য = সুন্দরভার্য্য, পাচিকা পুত্রী যস্য = পাচিকাপুত্রঃ।

৩১। তব্য, অনীয়, ক্যপ, য, ঘ্যণ, প্রত্যয়ান্ত শব্দ পরে থাকিলে অবশ্যম্ শব্দের মকারের

লোপ হয়।(২৩) যথা, অবশ্য বক্তব্যম্, অবশ্য করণীয়ম্, অবশ্য কৃতম্, অবশ্য দেয়ম্, অবশ্য ভাব্যম্।

১০২। ঐ সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল যদি উপসর্গের সহিত যোগ থাকে, তাহা হইলে হয় না; যথা, অবশ্যং প্রতিপাদ্যম্।

১০৩। প্রথমা এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির এক বচন ও দ্বিবচন ভিন্ন অন্য বিভক্তি পরে থাকিলে নাস-শব্দ স্থানে নাস্ এবং নিশা শব্দ স্থানে নিশ্ হয়। যথা—

দ্বিতীয়া বহুবচন।

নাসান্ নাসঃ। নিশাঃ নিশঃ।

এইরূপ অন্য অন্য বিভক্তিতেও জানিতে হইবেক।

১০৪। ভূ, অস্, কৃ ধাতুর প্রয়োগ পরে থাকিলে বিকৃতিকর্ত্তা কি বিকার্য্যকর্ম্ম পদের অন্ত-

(২৩) কাম এবং মনস্ শব্দ পরে থাকিলে তুমের ম লোপ হয়।